দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 17 2002

মুচলেকা দিয়ে ১৫৯ জনের মুক্তিলাভ ॥ ছাত্রদের নির্যাতনের অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল থেকে আটককৃত ৮৫ জন ছাত্রদল নেতাকর্মী এবং সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ৭৪ জনকে পুলিশ গতকাল শনিবার প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। অবশিষ্ট ১১ জনের মধ্যে কয়েকজন নিরীহ ছাত্র রয়েছে বলে জানা যায়। গত বৃহস্পতিবার রাতে আটককৃত সাধারণ ছাত্রদের ওপর বিডিআর সদস্যরা অমানবিক ও সীমাহীন নির্যাতন চালিয়েছে বলে মুক্তি পাওয়া

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

মুচলেকা দিয়ে

(১ম পৃঃ পর)

ছাত্ররা জানিয়েছে। আবাসিক হলগুলোতে বিডিআর-এর ঝটিকা তল্লাশী তেমন সফল না হওয়ায় পুনরায় হলে হলে তল্লাশী হতে পারে বলে গোয়েন্দা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

গত শুক্রবার রাত ১টায় আটককৃত ছাত্র, সাংবাদিক এবং কর্মচারীদের রমনা থানা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। পুলিশের কালো তালিকাভুক্ত ছাত্রদল নেতা শামসুজ্জামান সুমন, আব্দুল মান্নান ফরহাদ, জাহিদুল ইসলাম রিয়াজ, মাসুম বিল্লাহ, আমিনুল ইসলাম, আশরাফ বাবু এবং সন্দেহজনকভাবে আটক কামরুজ্জামান বিপ্লব, আপেল মাহমুদ ও দেলোয়ারকে মুক্তি দেয়া হয়নি। আটককৃতদের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথম বর্ষের ছাত্র জাহিদুল ইসলাম রিয়াজকে (বঙ্গবন্ধু হল) পুলিশের কালো তালিকাভুক্ত দেখানো হলেও সে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয় এবং থানায় কোন মামলাও নেই বলে তার সহপাঠীরা জানিয়েছে। বিডিআর সদস্যরা মুহসীন হল দখলের নেতৃত্বদানকারী জাহিদকে খুঁজে না পেয়ে সাধারণ ছাত্র জাহিদকে আটক করে নিয়ে যায়।

নির্যাতনের বর্ণনা

গত বৃহস্পতিবার রাতে বিডিআর সদস্যরা নির্বিচারে বঙ্গবন্ধু হল, সূর্যসেন হল এবং হাজী মুহসীন হল থেকে নিরীহ সাধারণ ছাত্র, সাংবাদিক ও কর্মচারীদের আটক করে হাত বেঁধে গাড়ীতে উঠায়। বিশেষ করে মুজিব হলের ছাত্রদের হাত বাঁধা অবস্থায় চ্যাংদোলা করে বিডিআর ভ্যানে তোলা হয়। গাড়ীতে ওঠানোর পর পরই কাপড় দিয়ে সবার চোখ বেঁধে ফেলা হয়। হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় তাদের নিয়ে যাওয়া হয় বিডিআর সদর দফতর পিলখানায়। সেখানে নিয়ে তাদের পুনরায় ভালো করে হাত-পা ও চোখ বেঁধে অন্ধকার একটি কক্ষে রাখা হয়। কয়েকজন নীচে বসতে ইতস্তত করলে তাদেরকে মারধর করা হয়।

ছাত্রদের প্রায় ২০ ঘন্টা চোখ এবং হাত-পা বেঁধে রাখা হয়। দীর্ঘক্ষণ বেঁধে রাখার কারণে ১০/১২ জনের হাত-প কেটে যায়। রাত ১১টার সময় ছাত্রদেরকে গাড়ীতে উঠিয়ে রমনা থানায় আনার পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ এবং মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। সাধারণ ছাত্রদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে সূর্যসেন হল থেকে একটি মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। দুপুরের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যরা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম খোকনের নেতৃত্বে একটি মৌন শোভাযাত্রা বের করে। জাসদ ছাত্রলীগও এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।

নগর আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ

শনিবার সন্ধ্যায় নগর আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়া ও নিজামীর নেতৃত্বাধীন জোট সরকার সন্ত্রাস দমনের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য দেশপ্রেমিক বিডিআর ও পুলিশ বাহিনী দ্বারা রাতের অন্ধকারে অভিযান চালিয়ে নগরবাসীদের মধ্যে চরম আতংক সৃষ্টি করেছে। তারা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানি শুরু করেছে এমনকি গ্রেফতার করে কালো কাপড়ে চোখ বেঁধে নিয়ে অনেকের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে। বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মেয়র মোহাম্মদ হানিফ